AUG 27 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রীরা বিএনপি ও আওয়ামী লীগপন্থী ভিসি-প্রভোস্টের দ্বন্দ্বের শিকার হয়

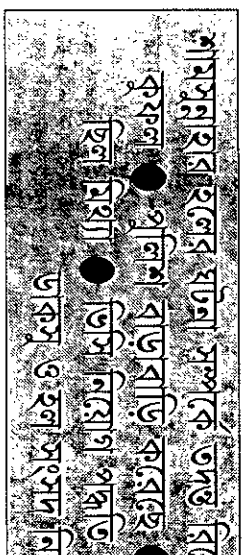

শামসুন্নাহার হলের ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট ঃ এটা হচ্ছে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির কুফল ● পুলিশ বাড়াবাড়ি করেছে ● ১৮ ছাত্রীকে গ্রেফতার করার মামলাটি ছিল মিথ্যা ● ভিসি নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তনে কমিশন গঠনের সুপারিশ ● ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ নিতে হবে

সালেহউদ্দিন ও সাহাবুল হক ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন্নাহার হলের ২৩ জুলাই মধ্যরাতের ঘটনার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ভিসি, প্রক্টর, প্রভোস্ট ও পুলিশকে দায়ী করেছে। কমিশন এ ঘটনাকে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির কুফল বলে অভিহিত করে বলেছে, বিএনপিপন্থী ভিসি এবং আওয়ামী লীগ পন্থী প্রভোস্টের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণেই ছাত্রীরা একটি নির্মম পরিস্থিতির শিকার হয়। কমিশন বলেছে, সে রাতে ভিসি, প্রক্টর ও প্রভোস্ট পিতা বা অভিভাবকের মতো আরো সচেতন হলে এ ঘটনা এড়ানো যেত। এ প্রসঙ্গে কমিশন ভিসি নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তনে একটি নিরপেক্ষ কমিশন এবং অবিলম্বে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করেছে। ওই রাতের ঘটনা সম্পর্কে কমিশন আরো বলেছে, রক্তগঙ্গা ও মার্ডারের জুজু দেখিয়ে পুলিশ হল গেট ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। ছাত্রীদের টানা-হেঁচড়া করে পুলিশ যে মামলায় ১৮ জন ছাত্রীকে গ্রেফতার করে সেটি ছিল একটি মিথ্যা ঘটনা। কমিশন এ ঘটনাকে পুলিশের বাড়াবাড়ি বলে অভিহিত করে এডিসি রহিম, এসি মোর্শেদ, এএসপি আবুল বাশার, ওসি লুৎফুর, সাব-ইন্সপেক্টর রোকেয়াসহ কয়েকজন পুলিশকে দায়ী করেছে।

কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামের ১৮০ পৃষ্ঠার এই রিপোর্ট গতকাল রাতে কমিশনের কর্মকর্তারা সিলগালা করে রেখে দিয়েছেন। জানা গেছে, সিলগালা করা রিপোর্টের ১০টি কপি কমিশনের সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডাঃ তাহমিনা হোসেন আজ মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন। (২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

রিপোর্ট চূড়ান্ত করে। কিন্তু রাত হয়ে যাওয়ার কারণে গতকাল কমিশনের রিপোর্ট জমা দেয়া সম্ভব হয়নি। সূত্র জানায়, কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, যে পরিস্থিতি দেখিয়ে রাত সাড়ে ৩টায় পুলিশ হলে প্রবেশ করেছিল সেটি সঠিক ছিল না। হলের ২৩৫ নম্বর রুমে প্রাক্তন ছাত্রী শান্তা ও লুসি থাকতো। তারা ছাত্রদলের হল শাখায় নেত্রী। নানা বিষয়ে তারা ছাত্রীদের উপর কর্তৃত্ব করতো। এ কারণে ছাত্রীদের একটি অংশ তাদের উপর ক্ষুব্ধ ছিল। অধিকন্তু আবাসিক শিক্ষিকাদের সমর্থনে প্রভোস্টের কক্ষে তালা মারার কাজেও তারা অংশ নেয়।

রিপোর্টে বলা হয়, ২৩ জুলাই ছাত্রীরা প্রভোস্টকে পদে রাখার দাবীতে মিছিল করে। হলে ফিরে এসে তারা বহিরাগতদের হল থেকে বের করে দেবার দাবী জানায়। ছাত্রীরা হলের সামনে, করিডোরে এ দাবীতে অবস্থান নিলে একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ২৩৫ নম্বর কক্ষে অবস্থানরতরা তাদের উপর হামলা হবে- খুনাখুনি হবে বলে প্রচার চালায়। তাদেরকে রক্ষার জন্য তারা ভিসির সঙ্গে যোগাযোগ করে। প্রভোস্ট সুলতানা শফির পক্ষ থেকেও ভিসির সাথে যোগাযোগ করা হয়। ভিসি প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলাম হলে পুলিশ পাঠানোর জন্য ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার ও ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের সাথে কথা বলেন।

রিপোর্টে বলা হয়, রক্তগঙ্গা হয়ে যাচ্ছে, মার্ডার হয়ে যাচ্ছে- এসব শুনে পুলিশ হলের গেট ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে। পুলিশের একটি দল ২৩৫ নম্বর রুমে অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু পুলিশের সাক্ষ্যে রক্তগঙ্গা বয়ে যাওয়া বা মার্ডার হয়ে যাওয়ার মতো কিছুই পাওয়া যায়নি।

সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা গেছে, রাত সাড়ে ১২টা ও রাত সাড়ে ৩টায় দু'দফাই পুরুষ পুলিশ হলে ঢুকে। কিন্তু ছাত্রীকে গ্রেফতারের সময় অন্য ছাত্রীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কমিশন ছাত্রীদের শারীরিক নির্যাতনের কোন প্রমাণ পায়নি। তবে রিপোর্টে ছাত্রীদের টানা-হেঁচড়ার কথা বলা হয়েছে।

রিপোর্টে রমনা থানায় দায়েরকৃত মামলা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলা হয়, এ মামলা গ্রহণে পুলিশের অতি উৎসাহী ভূমিকা লক্ষ্য করা গেছে। এই মামলায় ১৮ জন ছাত্রীকে গ্রেফতার করে রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে ছাত্রীদের গাদাগাদি করে হাজতে রাখা হয়। ছাত্রীদের জন্য তা ছিল মানসিকভাবে বিপর্যয়কর। কমিশন মনে করে, এসব ছাত্রীকে রাতের বেলা প্রভোস্টের কক্ষে রাখা যেত। থানা হাজতে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া থানা হাজতে না ভরে ওসি বা অন্য কোন কর্মকর্তার রুমে রাখা যেত। এ প্রসঙ্গে কমিশন বলেন, ১৯৮৮ ও ৮৯ সালে পুলিশ কমিশন রিপোর্টে যে সুপারিশ করা হয়েছিল তার বাস্তবায়ন করা হলে এ ধরনের ঘটনা হয়তো ঘটতো না। কেননা ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পুলিশ জনকল্যাণমূলক কাজে ভূমিকা রাখবে। কিন্তু সেটি রক্ষা করা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তার প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখে যাতে উঁচুমানের দক্ষ এবং নিরপেক্ষ শিক্ষককে ভিসি পদে নিয়োগ করা যায়, সে বিষয়ে সরকার একটি কমিশন গঠন করতে পারে। এ কমিশনে সকলের কাছে আস্থাবান শিক্ষক ও বিভিন্ন দলের মতাদর্শী শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই কমিশন সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে নিয়োগবিধি পরিবর্তনে সুপারিশ করবে। এছাড়া কমিশন অবিলম্বে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছে। ২৩ জুলাই মধ্যরাতে শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম গত ১ আগস্ট থেকে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করেন। সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে এবং পরে বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম চারবার শামসুন্নাহার হলে সরেজমিনে পরিদর্শনে যান। সাক্ষ্য গ্রহণ চলে কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীর (নায়েম) ৩০৭ নম্বর কক্ষে। ১৪ আগস্ট সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়। কমিশনের সামনে সর্বমোট ৭৩ জন সাক্ষ্য দেয়। জবানবন্দি প্রদানকারীদের মধ্যে ২৭ জন ছাত্রী, ১৮ জন পুলিশ, ২ জন সাংবাদিক এবং বাকী ২৬ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে পদত্যাগী ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, শামসুন্নাহার হলের সাবেক প্রভোস্ট ডঃ সুলতানা শফি, পুলিশের আইজি মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী ছাড়াও কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক দুই ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমেদ, অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ ও পুলিশের অতিরিক্ত আইজি মাসুদুল হকের সাথে মতবিনিময় করেন। গত ১৮ আগস্ট কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার কথা থাকলেও ৩ দফা তা পেছানো হয়। গত ২৭ জুলাই সরকার হাইকোর্টের কর্মরত বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামকে চেয়ারম্যান করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে। বিচারপতি ইসলাম ২৮ জুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত চিঠি পান।